September
2023

Newspaper Clips

Based on
Times of India | The Hindu | Economic Times | Financial Express | The Telegraph | Deccan | The Statesman | The Tribune | The Asian Age | Aajkaal | Anandabazar Patrika | Ekdin | Sanmarg | Eisamay | Business Line | Sangbad Pratidin

Chittaranjan National Cancer Institute
CNCI Library

Date: 01/09/2023

ল্যাবেই ‘ক্যানসার’ তৈরি, চিকিৎসার সন্ধান হার্ভার্ডে- *আনন্দবাজার পত্রিকা, 1st Sep. 2023*

ল্যাবেই ‘ক্যানসার’ তৈরি, চিকিৎসার সন্ধান হার্ভার্ডে

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

দু’জনেরই লিভার ক্যানসার। একই চিকিৎসা চলছিল। এক জন সুস্থ হলেন, অন্য জনের কাজই দিল না। ক্যানসার চিকিৎসায় বহু বার এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন ডাক্তারেরা। তার কারণ, রোগ একই হলেও রোগের চরিত্র ভিন্ন। বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্যানসারের ক্ষেত্রে ‘পার্সোনাইলজ়ড’ চিকিৎসা প্রয়োজন। অর্থাৎ রোগীবিশেষে চিকিৎসা আলাদা। কিন্তু তার জন্য ক্যানসারের চরিত্র জানতে হবে। যে পথ করে দিচ্ছে ‘ক্যানসার অর্গানয়েড’। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যানসার বিশেষজ্ঞ অরিন্দম বসু জানাচ্ছেন, এই পদ্ধতিতে তাঁরা ইতিমধ্যেই কাজ করেছেন। গবেষণাগারে সাফল্যও পেয়েছেন হাতেনাতে।

এই মুহূর্তে বিশ্বজুড়ে ‘অর্গানয়েড’ নিয়ে বহু গবেষণা চলছে। ‘নেচার’ পত্রিকায় একাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। শুধু ক্যানসার নয়, অটিজ়ম, অ্যালঝাইমার্স, ডিমেনশিয়ার মতো রোগের নিরাময়ের সন্ধান চলছে ‘ব্রেন অর্গানয়েড’ তৈরি করে। অর্গানয়েড শব্দটির মধ্যেই রয়েছে অর্গান বা অঙ্গ। বিষয়টা এ রকম: হিউম্যান অর্গানয়েড হল যে কোনও মানব অঙ্গের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি। রোগীর শরীরের যে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত, ল্যাবে তার একটি প্রতিলিপি তৈরি করে তাতে রোগের পর্যবেক্ষণ।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এত দিন গবেষণাগারে যে ‘সেল কালচার’ করা হত, সেখানে দ্বিমাত্রিক কোষ নিয়ে কাজ হত। এই কোষগুলি জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড। এমনিতে কোষের নির্দিষ্ট আয়ু আছে, তার পরে তা মরে যায়। জেনেটিক্যালি ইঞ্জিনিয়ারড কোষ মরে না। গবেষণার জন্য এগুলিকে ব্যবহার করা হত। কিন্তু তাতে মানব শরীরের সমস্ত জটিলতা বোঝা যায় না। তা ছাড়া, প্রি-ক্লিনিক্যাল গবেষণার ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিক সেল কালচারের ব্যবহার পরবর্তী ধাপের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। অর্গানয়েড নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে মানব কোষ ব্যবহার করা হয়। যেমন, ক্যানসার অর্গানয়েডের ক্ষেত্রে রোগীর নিজস্ব ক্যানসার কোষকে গবেষণাগারে কালচার করা হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোষগুলি দ্বিমাত্রিক নয়, ত্রিমাত্রিক আকারে বাড়তে থাকে। ল্যাবে একটি ত্রিমাত্রিক কোষসমষ্টি তৈরি হতে থাকে, যা মানুষের শরীরে হওয়া রোগের মতোই প্রতিলিপি তৈরি করতে থাকে। এ ভাবে শরীরে ক্যানসার কোষ কী ভাবে বাড়ে বা ছড়ায়, তার একটা বিশদ ধারণা পাওয়া যায়।

‘ফ্রন্টিয়ারস ইন অঙ্কোলজি’ জার্নালের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, রোগী-বিশেষে ক্যানসার অর্গানয়েড চিকিৎসা পদ্ধতি প্রি-ক্লিনিক্যাল ও ট্রান্সলেশনাল গবেষণায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। অরিন্দম জানিয়েছেন, তাঁরা কোনও ক্যানসার রোগীর বায়োপসির সময়ে সংগৃহীত নমুনা থেকে ক্যানসার কোষ নিয়ে ল্যাবে অর্গানয়েড তৈরি করেছিলেন। এগুলির চরিত্র হুবহু রোগীর দেহে উপস্থিত ক্যানসার কোষগুলির মতোই। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন, কী ভাবে ক্যানসার কোষ বাড়ছে। ক্যানসারের চরিত্র নির্ধারণ করেন। এর পরে ‘হাই থ্রুপুট ড্রাগ স্ক্রিনিং’ করেন। বিষয়টা এমন: ক্যানসার সংক্রমণ রোধে বাজারে উপস্থিত ওষুধগুলি ওই অর্গানয়েডে প্রয়োগ করেন বিজ্ঞানীরা। এ ভাবে তাঁরা ল্যাবে চিহ্নিত করেন, কোন ওষুধটি ওই রোগীর জন্য কাজ দিচ্ছে। একেই বলে ‘পার্সোনালাইজ়ড’ ট্রিটমেন্ট।

কলকাতার ক্যানসার শল্য চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেন, “এই পার্সোনালাইজ়ড ক্যানসার ট্রিটমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখনও আমরা বিশেষ বায়োপসির সাহায্যে রোগীর ক্যানসার চরিত্র বোঝার চেষ্টা করি। কিন্তু সেটা এতটা বিশদে বোঝা যায় না। ক্যানসার অর্গানয়েডের মাধ্যমে যদি চিকিৎসা শুরু করা যায়, তা হলে আরও অনেক বেশি কার্যকরী হবে।”

অরিন্দম বলেন, “আমেরিকাতেও এই চিকিৎসা পদ্ধতি এখনও সরকারি অনুমোদন পায়নি। তবে একাধিক গবেষণা চলছে। বিশেষজ্ঞেরা চাইছেন, এটাই ‘স্ট্যানডার্ড অব কেয়ার’ বা ক্যানসার চিকিৎসার নির্দিষ্ট পদ্ধতি হোক। তাতে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বহু রোগীর প্রাণ বাঁচবে।”

THE TIMES OF INDIA

Date: 01/09/2023

Cancer doc treating poor for free wins Magsaysay Award- The *Times of India, 1st Sep. 2023*

Cancer doc treating poor for free wins Magsaysay Award

Manila: A Philippine university professor who became a peace negotiator and helped ease decades of Muslim insurgency violence in her country and an Indian doctor, who chose to work in a far-flung rural region to reach poor cancer patients desperately in need of medical help were among those who won this year's Ramon Magsaysay Awards — regarded as Asia's version of the Nobel Prize.

The other winners announced on Thursday were a London-educated lawyer who turned away from a life of privilege in Bangladesh to lead a movement providing education to poor children and an East Timor farmer, who uses his songs to campaign for food security and environmental protection.

Ravi Kannan, a surgical oncologist, left a key post in the Adyar Cancer Institute, a major cancer treatment facility in Chennai, to work and live in the Northeast, where access to medical care was difficult. In 2007, he led the Cachar Cancer Hospital and Research Centre, a small hospital with a staff of just 23 that would later considerably expand and employ more than 450 personnel under his leadership. It now provides free or subsidised cancer treatments to about 5,000 new patients a year.

AP

Ravi Kannan left a key post in a major TN facility to work and live in the Northeast, where access to medical care was difficult

Kannan on Thursday said the award is not about him but for all those who have contributed to cancer care in the community. The award belongs to all the people who have joined hands to make lives of cancer-sufferers better, he said. AGENCIES

আজকাল

Date: 03/09/2023

ক্যান্সার কেড়ে নিল স্ট্রিককে – আজকাল, 3rd Sep. 2023

শোকের আবহ

ক্যান্সার কেড়ে নিল স্ট্রিককে

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 03/09/2023

BEACON OF HOPE – *The Asian Age, 3rd Sep. 2023*

BEACON OF HOPE

THIS YEAR'S Ramon Magsaysay Award, often called the Nobel Prize of Asia, added yet another feather in India's cap as Dr Ravi Kannan R. was bestowed with this coveted award, along with three other Asian recipients. Dr Ravi Kannan R. is a surgical oncologist who heads the Cachar Cancer Hospital and Research Center in Assam and is known across the country for his philanthropic work. He has proved to be a blessing in disguise for marginalised and poor patients and their families who cannot afford the pressure that diseases like cancer can put on their pockets. To exchange a position in a big city for a small hospital in the remotest part of the country is a task that few can perform and he has thus set an example.

Vijay Singh Adhikari
Nainital

Date: 04/09/2023

ক্যান্সারের কাছে হার হিথ স্ট্রিকের – এই সময়, 4th Sept. 2023

ঝ টি তি

ক্যান্সারের কাছে হার হিথ স্ট্রিকের

এই সময়: কিছুদিন আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল তাঁর মৃত্যু সংবাদ। পরে জানা যায়, তা ঠিক নয়। অবশেষে রবিবার সেটাই সত্যি হল। চলে গেলেন জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক হিথ স্ট্রিক (৪৯)। লড়ছিলেন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে। গত ছ'মাসে অবস্থার অবনতি হয়েছিল দ্রুত। বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারদের তালিকায় থেকে যাবে হিথ স্ট্রিকের নাম। ৬৫ টেস্টে ২১৬ উইকেট ও ১৮৯ ওয়ান ডে-তে ২৩৯ উইকেটের মালিক ব্যাট হাতেও রান করেছেন। এক সময় ক্রিকেট গড়াপেটাতেও জড়িয়ে গিয়েছিল স্ট্রিকের নাম। আট বছরের নির্বাসন দিয়েছিল আইসিসি। পরে অবশ্য ক্ষমা চান স্ট্রিক। রবিবারের পর সব অতীত হয়ে গেল। পৃঃ ১০

Cont...

চলেই গেলেন স্ট্রিক

চলেই গেলেন স্ট্রিক

এই সময়: প্রয়াত হলেন হিথ স্ট্রিক। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়ছিলেন দীর্ঘদিন। রবিবার হেরে গেলেন সেই লড়াইয়ে। জিম্বাবোয়ের প্রাক্তন অধিনায়কের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৯।

শুধু জিম্বাবোয়েই নয়, বিশ্ব ক্রিকেটেও অন্যতম সেরা অলরাউন্ডারদের মধ্যে ধরা হয় স্ট্রিককে। ৬৫ টেস্টে রান করেছিলেন ১৯৯০। ১৮৯ ওয়ান ডে-তে রান ২৯৪৩। বল হাতেও দারুণ সফল স্ট্রিক। টেস্টে তাঁর উইকেট সংখ্যা ২১৬। ওয়ান ডে-তে ২৩৯। এক সময় গড়াপেটার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। আইসিসি আট বছরের নির্বাসন দিয়েছিল। স্ট্রিক অবশ্য কোনওদিনই এই অভিযোগ স্বীকার করেননি। কিছুদিন আগেই তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে গত ছ'মাস ধরে শরীরের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছিল। রবিবার সকালে শেষ হয়ে গেল সব কিছু।

ক্যান্সারে প্রয়াত স্ট্রিক

দৈনিক স্টেটসম্যান

Date: 04/09/2023

বারাসাতে ক্যান্সার সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধনে খাদ্যমন্ত্রী- দৈনিক স্টেট্সম্যান, 4th Sep. 2023

বারাসাতে ক্যান্সার সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধনে খাদ্যমন্ত্রী

প্রশান্ত দাস

বারাসত, ৩ সেপ্টেম্বর— ইন্ডিয়ান মেডিকাল অ্যাসোসিয়েশনের স্টেট ওম্যান ডক্টরস উইং ও রাজারহাটের চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে মহিলাদের স্তন ও জরায়ু ক্যান্সার এর সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয় বারাসতে। এদিন বারাসত সুভাষ ইনস্টিটিউট হলে ওই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, ছিলেন ডাঃ কাকলি সেন, ডাঃ শঙ্কর সেনগুপ্ত, ডাঃ বিবর্তন সাহা, ডাঃ মৌসুমী রায় চৌধুরী, ডাঃ সুব্রত মন্ডল, ডাঃ সহেলি ঘোষ ও ডাঃ সৌরভ নাগ, বারাসত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল অরুণ ভৌমিক, সৌমেন আচার্য, সহ বিশিষ্টরা।

এদিন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানান, মারণ ব্যাধি ক্যান্সারের এখনো পর্যন্ত কোনো ওষুধ আবিষ্কার করা যায়নি। সচেতন খুব প্রয়োজন। এতে মানুষ সামান্যতম অসুস্থতা বোধ করলে এবং মনে কোন সন্দেহ বাসা বাঁধলে সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রীনিং টেস্ট করিয়ে নিতে পারেন। বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং সমাজসেবী ডা. বিবর্তন সাহা যে উদ্যোগ নিয়েছেন তা প্রশংসনীয়। আগামী দিনে বিশেষত মহিলারা যারা স্তন এবং জরায়ু ক্যান্সারের শিকার হন তারা এই ধরনের সচেতনতা কর্মসূচি থেকে নতুন পাঠ নিতে পারবেন।

এদিন ডা. সহেলী ঘোষ জানিয়েছেন, এই ধরনের সচেতনতা শিবির খুবই প্রয়োজন। এমন অনেক মহিলা আছেন যারা আর্থিক এবং এই বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারণে ক্যান্সারের বিষয়ে অবগত থাকেন না। কিন্তু এই ধরনের স্ক্রীনিং টেস্ট আরও বাড়লে ভবিষ্যতে তারা উপকৃত হবেন।

এই অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা ডা. বিবর্তন সাহা বলেন, চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এবং ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন যেভাবে এগিয়ে এসেছে তা অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রোগ্রাম আরো যাতে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন সেই চেষ্টাও তিনি করবেন। মারনব্যাধি ক্যান্সার নিয়ে যেভাবে চর্চা চলছে তাতে আগামী দিনে নিশ্চিতভাবে চিকিৎসকেরা এর কোন সুরাহা বার করবেন। তবে এই স্ক্রিনিং টেস্ট অত্যন্ত জরুরী। মানুষ যদি একটু সচেতন হন তাহলে শুরুতেই এই ধরনের রোগ ধরা পড়লে তা চিকিৎসার মাধ্যমে সেরে ওঠা সম্ভব।

The Statesman

Date: 05/09/2023

Doctors conclave- The statesman,
5th Sep. 2023

Doctors conclave: Cancers of the breast, oral, cervix and lung are the leading cancers in India and can be easily screened in early stages. Early screening and treatment can save a large number of lives. Dr LM Darlong and Dr Pankaj Goyal, the duo cancer experts from Rajiv Gandhi Cancer Institute (RGCI), Delhi shared new therapies for treating different kinds of cancers at a doctors' conclave organised by the Indian Medical Association, Rohtak branch. The programme was presided over by Dr Surinder Sukhija, president, and Dr Manoj Rawal, president secretary of IMA Rohtak.

এইসময়

Date: 06/09/2023

প্রয়াত প্রখ্যাত ক্যান্সার চিকিৎসক স্থবির দাসগুপ্ত – এই সময়, 6th Sep. 2023

প্রয়াত প্রখ্যাত ক্যান্সার চিকিৎসক স্থবির দাশগুপ্ত

এই সময়: সচেতনতার নামে ভয় দেখানোয় তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। মনে করতেন, শরীর থাকলেই রোগভোগ থাকবে, এই ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিতে হবে রোগীকে। সাহস জোগালেও ক্যান্সারে আক্রান্ত তাঁর রোগীদের একই পরামর্শ দিতেন তিনি। মঙ্গলবার সেই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ স্থবির দাশগুপ্ত প্রয়াত হলেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। সিওপিডি ও উচ্চ

রক্তচাপের পুরোনো রোগী সম্প্রতি ইনফ্লুয়েঞ্জায় সংক্রমিত হয়েছিলেন। গত শুক্রবার ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকুরিয়া আমরি হাসপাতালে। রবিবার দিতে হয় ভেন্টিলেশনে। আর মঙ্গলবার বিকেলে তিনি প্রয়াত হন। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সেপটিক শক ও মাল্টি-অর্গ্যান ফেলিওরে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

চিকিৎসক হিসেবেই শুধু প্রসিদ্ধ ছিলেন না স্থবিরবাবু, স্বনামধন্য ছিলেন লেখক হিসেবেও। স্বাস্থ্য, সমাজ ও দর্শন নিয়ে তাঁর লেখা কদর পেয়ে এসেছে পাঠক মহলে। 'এই সময়' সংবাদপত্রেও নিয়মিত উত্তর-সম্পাদকীয় লিখতেন। জীবনের শুরুতে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অতিমারী পর্বে তাড়াহুড়ো করে তৈরি করোনার টিকা নিয়ে শুধু সরবই ছিলেন না, রীতিমতো জনমতও গড়ে তুলেছিলেন। এহেন চিকিৎসকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চিকিৎসক মহল।

Date: 07/09/2023

INDO-U.S. AUTHOR ON NON-FICTION LONGLIST IN UK- *The Asian Age, 7th Sep. 2023*

INDO-U.S. AUTHOR ON NON-FICTION LONGLIST IN UK

London, Sept. 6: Indian-American physician-author Dr Siddhartha Mukherjee's *The Song of the Cell: An Exploration of Medicine and the New Human* has been longlisted for the prestigious Baillie Gifford Prize for Non-Fiction here on Wednesday.

The New York-based cancer physician and researcher, an assistant professor of medicine at the Columbia University, will go up against 12 other authors from around the world for the annual £50,000 prize, which aims to recognise and reward the best of non-fiction and is open to authors of any nationality.

THE ASIAN AGE
Delhi | Mumbai | Kolkata | London

Date: 07/09/2023

SPG Chief Arun Kumar dies after long cancer battle- The Asian Age, 7th Sep. 2023

SPG chief Arun Kumar dies after long cancer battle

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, SEPT. 6

Arun Kumar Sinha

Special Protection Group (SPG) director Arun Kumar Sinha died at a Gurgaon hospital on Wednesday at the age of 61.

He had been admitted to a multi-speciality hospital in Gurgaon for treatment few days ago, the sources said.

A 1987 batch Kerala cadre IPS officer, Sinha was granted one-year extension in service on May 31. The SPG provides the Prime Minister proximate armed security cover.

Sinha, who was designated to serve as the head of the SPG "on contract basis" till May 31, 2024, in the rank and pay of director-general of police, had been appointed SPG chief in March 2016 as its 12th director.

Condoling his death, the Indian Police Service (IPS) association said, "Our hearts are heavy as we mourn the loss of Sh Arun Kumar Sinha, (IPS 1987 KL) director SPG. His unwavering commitment to duty and exemplary leadership will forever inspire us."

"We extend our deepest condolences to his family and loved ones. May his soul find eternal peace," it said in a post on X.

Sinha had earlier served in various capacities in his cadre state Kerala and with the Border Security Force (BSF) at the Centre.

The SPG was raised in 1985. It has an estimated strength of about 3,000 personnel at present.

मुख कैंसर : कारण और बचाव

कैंसर एक भयावह रोग है। यह शरीर के कई अंगों में होता है। सभी प्रकार के कैंसरों में मुख का कैंसर एक ऐसा प्रकार है जिसके सर्वाधिक रोगी भारत में हैं। विदेशों में स्तन का कैंसर, गर्भाशय एवं गर्भग्रीवा का कैंसर अधिक है जबकि मुख कैंसर के मामलों में भारत विश्व के शिखर स्थान पर विराजमान है। भारत में मुख का कैंसर पैदा करने वाले अनेक कारण मौजूद हैं जिनका प्रचलन थमने या कम होने की अपेक्षा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिससे यहां मुख कैंसर की भयावहता लगातार बढ़ रही है।

कारण : बीड़ी, सिगरेट या गांजा आदि धूम्रपान करना।

- तंबाकू या उससे बनी चीजें चबाना, मुंह में रखना।
- जर्दा, पान मसाला, सुपाड़ी, गुटखा, पाउच का अधिक सेवन।
- शराब या किसी अन्य नशे का ज्यादा सेवन।
- मुंह, दांत की ठीक तरह से सफाई नहीं करना।

लक्षण : कैंसर किसी प्रकार का हो, धीरे-धीरे पनपता है। यह कारण की अधिकता की स्थिति में होता है। मुंह के भीतर सफेद छाले होना या घाव होना इसका पहला लक्षण माना जाता है। यह सफेद धब्बा, घाव, छाला यदि मुंह के भीतर अधिक होता है या लम्बे समय तक रहता है, तब आगे चलकर यह मुंह का कैंसर बन जाता है। पान, गुटखा, पाउच, जर्दा, सुपाड़ी, पान मसाला, तंबाकू, धूम्रपान, नशापान करने वाले के मुंह में यदि ऐसा बदलाव दिखे तो उसकी जांच जानकार चिकित्सक से जरूर कराएं। मुंह का कैंसर मुंह के भीतर कहीं भी हो सकता है। जीभ, मसूड़े, होंठ भी इसके शिकार होते हैं। यह गांठ, सूजन, लाल रंग, खून निकलने, जलन, सन्नता, मुंह में दर्द आदि जैसे लक्षण भी प्रकट करता है। मुंह में दुर्गन्ध, आवाज बदलना, आवाज बैठ जाना, कुछ निगलने में तकलीफ होना, लार का अधिक या रक्त मिश्रित बहना जैसे लक्षण भी दिखते हैं। योग्य चिकित्सक जांच कर ही निष्कर्ष देते हैं।

> ■ यह गांठ, सूजन, लाल रंग, खून निकलने, जलन, सन्नता, मुंह में दर्द आदि जैसे लक्षण भी प्रकट करता है। मुंह में दुर्गन्ध, आवाज बदलना, आवाज बैठ जाना, कुछ निगलने में तकलीफ होना, लार का अधिक या रक्त मिश्रित बहना जैसे लक्षण भी दिखते हैं। योग्य चिकित्सक जांच कर ही निष्कर्ष देते हैं।

तथ्य : मुंह के कैंसर को पैदा करने में 90 प्रतिशत भूमिका, तंबाकू एवं गुटखा पाउच में मिले रसायनों की है। यहां प्रतिदिन 200 से 250 लोग इसी के कारण मर रहे हैं। आधुनिक पीढ़ी दांत व मुंह की सफाई के मामले और भी ज्यादा लापरवाह होती जा रही है। यह भी मुख कैंसर का कारण हैं। यहां के 90 से 95 प्रतिशत लोग अब दांत व मुंह की सफाई में लापरवाह हो गए हैं। यह बहुत दुर्भाग्यजनक बात है।

बचाव : मुख कैंसर का लक्षण दिखने या प्रथम चरण में ही इसकी जांच से पता चल जाए तो इसका निदान संभव है। इसमें देरी करने पर इसकी भयावहता बढ़ जाती है।

- मुंह कैंसर देने वाले किसी भी कारण से जुड़े हैं या उसका सेवन करते हैं तो उसे तत्काल बंद कर दें।
- दांतों व मुंह की नियमित दो बार अच्छी तरह सफाई करें।
- दांत मसूड़ों व मुंह के भीतर कोई भी बदलाव नजर आए तो तत्काल डॉक्टर से जांच कराएं।
- जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, डिब्बा बंद चीजों का सेवन बंद कर दें।
- ताजे मौसमी फल, सब्जी, सलाद अवश्य खाएं। इन्हें पर्याप्त धोकर एवं भोजन कम पका उपयोग करें। रसायन से रक्षित या पकाए फल न खाएं। बाजार का तला भुना न खाएं। तेल, घी, नमक, शक्कर का उपयोग एकदम कम कर दें। पालिश चावल व मैदा त्याग दें।
- प्रदूषण युक्त, धूम्रपान करने वालों के साथ और रेडियो एक्टिविटी वाले क्षेत्र में न जाएं।
- कीटनाशक, रसायन, कृत्रिम रंग, मिलावटी चीजों से बचें।

■ सीतेश कुमार द्विवेदी (स्वा)

The Statesman

Date: 14/09/2023

Bangalore doctor bridges excellence in sarcoma care and orthopaedics- The Statesman, 14th Sep. 2023

Bangalore doctor bridges excellence in sarcoma care and orthopaedics

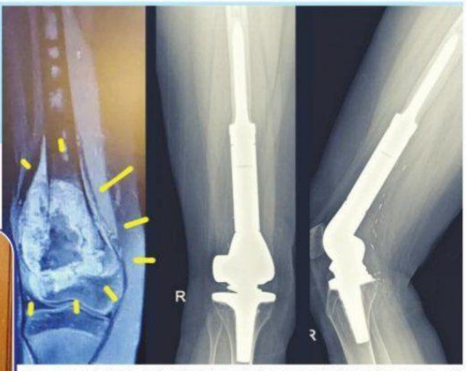

Bone cancer in lower end of thigh bone (osteosarcoma). Limb saving surgery with tumour megaprosthesis reconstruction

ANWESHA SANTRA & PRIYANKA KABIRAJ

In the realm of modern medicine, orthopaedic oncology stands as a formidable field, at the forefront of innovative and life-saving interventions. This highly specialised branch of orthopaedics is dedicated to the diagnosis, treatment and comprehensive management of musculoskeletal cancers, encompassing tumours – both benign and malignant neoplasms. Musculoskeletal oncology specialists treat bone and soft tissue tumours including other musculoskeletal system issues in adults and children. These include the efficient treatment of bone cancer, bone metastases, osteomyelitis and multiple myeloma. With a steadfast commitment to advancing patient care and outcomes, orthopaedic oncology continues to evolve, ushering in a new era of precision medicine, interdisciplinary collaboration and patient-centred care.

Dr Srimanth BS is a highly regarded orthopaedic surgeon who specialises in the diagnosis and treatment of musculoskeletal tumours.

His primary focus revolves around addressing both primary bone and soft tissue tumours, along with metastatic bone disease, demonstrating his unwavering commitment to delivering comprehensive patient care. Dr Srimanth initially earned an orthopaedic degree, subsequently refining his expertise in the field of orthopaedic oncology through rigorous training at prestigious national and international centres of excellence. Notably, he completed his specialised training at the renowned Tata Memorial Hospital in Mumbai, known for its exceptional proficiency in cancer care. Furthermore, Dr Srimanth garnered invaluable insights and hands-on experience during his tenure at the Rizzoli Orthopaedic Institute in Italy and Seoul National University in South Korea.

Dr Srimanth's surgical acumen extends well beyond tumour excisions. He possesses a high level of proficiency in an extensive array of procedures aimed not only at the eradication of cancerous growths but also at the intricate task of reconstructing affected areas. He places a strong emphasis on employing limb-sparing surgeries whenever feasible, with the goal of preserving limb functionality and reinstating mobility. Dr Srimanth's expertise spans a wide spectrum, including paediatric sarcoma surgeries, limb-sparing procedures that promote growth, pelvic cancer surgeries and the application of computer-assisted navigation techniques.

With an impressive track record of over 11 years in the field, Dr Srimanth works in close collaboration with a diverse team of cancer specialists. This multidisciplinary approach involves seamless coordination with medical oncologists, radiologists, radiation oncologists and pathologists, ensuring that each patient receives a meticulously tailored treatment plan that aligns with their unique requirements. Embracing this team-based philosophy, Dr Srimanth offers patients a comprehensive platform for making well-informed decisions about their healthcare journey.

Dr Srimanth engaged in a conversation with The Statesman, shedding light on his personal journey and the responsibilities that come with being an orthopaedic oncologist.

Excerpts are as follows:

What motivated your choice to pursue a career in cancer care?

I entered the field of cancer care with the aim of creating a positive impact in the lives of those I've had the privilege to interact with, whether on an individual basis or as a member of a collaborative team.

In your view, what do you believe will be the most significant challenge confronting the field of oncology in the next decade?

The ongoing challenge, which has persisted for some time and remains a concern for the foreseeable future, is the insufficient awareness surrounding these rare tumours or cancers. There exists a real opportunity to save both limbs and lives through increased awareness. It is imperative that we continue to leverage all available means to promote early detection and encourage regular check-ups in the early stages.

What methods do you employ to stay abreast of the most recent developments in the field of oncology?

I stay informed about the latest progress in oncology by staying current with the most recent scientific findings, actively participating in research teams and taking on roles as both a participant and a contributor in national and international conferences focused on limb-sparing treatment options and musculoskeletal cancer care.

Share an experience when you encountered a challenging patient. How did you manage the circumstances?

I've encountered situations at both ends of the spectrum, including instances where individuals were hesitant to undergo biopsy and follow-up treatment, even when financial assistance was available. Conversely, there have been occasions when patients tended to over-diagnose themselves and become anxious. Throughout these experiences, maintaining consistency by adhering to established protocols and employing an empathetic approach has consistently led to the development of optimal treatment plans for the patients.

In what ways is your team collaborating to enhance the quality of care provided to sarcoma patients?

Our approach to enhancing care for sarcoma patients involves a commitment to multidisciplinary care that is closely aligned with established protocols and leverages the expertise of various professionals in the field of cancer care. Additionally, we have integrated state-of-the-art technologies to facilitate diagnosis, chemotherapy, minimally invasive procedures, navigation, patient-specific instrumentation, the utilisation of 3D-printed custom implants, and innovative surgical techniques. All these elements are integrated to maximise the likelihood of achieving the best possible patient outcomes.

What inspired your pursuit of a career in orthopaedic oncology?

The intricate cases and treatment strategies served as the primary attraction, followed by the chance to make a meaningful impact and contribute to society. Witnessing a child who has successfully undergone limb salvage surgery and conquered sarcoma, returning to their family, friends, community, education, sports and a world of possibilities, is not only a source of joy but also a powerful motivator.

The management of sarcoma presents distinctive challenges. Could you describe the approach taken in providing care to sarcoma patients at Manipal Bangalore?

In essence, our approach is both comprehensive and all-encompassing. We extend support across every aspect of the patient's care journey, prioritising the comfort and well-being of both the patient and their caregivers. Furthermore, we have established mechanisms to offer financial assistance to those in need, leveraging resources from Manipal Foundation, government entities, benevolent private donors and crowdfunding, all with the goal of alleviating the burdens associated with care.

To what extent is the general public informed and aware of cancer and related diseases?

Awareness has notably increased concerning prevalent cancers like breast, cervix and lung, with screening initiatives playing a pivotal role in identifying diseases at an early stage. We observe a growing number of individuals proactively engaging in regular health check-ups and promptly seeking medical attention when they detect suspicious lumps. However, for less common conditions like sarcoma, there is a need for comprehensive awareness campaigns utilising multiple channels to ensure early diagnosis and treatment.

Apart from his clinical practice, Dr Srimanth actively engages in academic pursuits. He immerses himself in clinical research, with a primary focus on advancing the realm of sarcoma care. His objective is to pioneer innovative and more efficacious surgical interventions and limb reconstruction methods for sarcoma patients. Additionally, he shares his extensive knowledge and expertise by mentoring postgraduate students in the disciplines of orthopaedics and oncology, nurturing the development of the next generation of healthcare professionals.

Dr Srimanth BS emerges as a beacon of excellence in the field of orthopaedic oncology. His unwavering dedication to the diagnosis and treatment of musculoskeletal tumours, along with his commitment to holistic patient care, underscores his profound impact on the medical community and the lives of those he serves. With a rich tapestry of experiences and training from esteemed institutions around the world, Dr Srimanth embodies the very essence of multidisciplinary collaboration and innovation. His ability to navigate complex medical scenarios, coupled with his empathetic approach, not only enriches the field but also instils hope in patients and their families. Dr Srimanth stands as a testament to the positive transformation that dedicated and compassionate healthcare professionals can bring to the challenging landscape of orthopaedic oncology, leaving an indelible mark on the journey toward better patient outcomes and a brighter future.

The Statesman PEOPLE'S PARLIAMENT, ALWAYS IN SESSION Sun, 10 September 2023
https://epaper.thestatesman.com/c/73561602

আজকাল

Date: 14/09/2023

ক্যান্সার চিকিৎসায় কোষ বায়োব্যাঙ্ক – আজকাল, 14th Sep. 2023

ক্যান্সার চিকিৎসায় কোষ বায়োব্যাঙ্ক

আজকালের প্রতিবেদন

কলকাতা তথা গোটা পূর্বাঞ্চলে প্রথম বার চালু হতে চলেছে ক্যান্সারের চিকিৎসায় আধুনিক বায়োব্যাঙ্ক। বুধবার তারই উদ্বোধন হল ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে। উপস্থিত ছিলেন হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সেন, চিকিৎসক হার্টমুট যুহল, ভাইরোলজিস্ট ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, আইসিএমআরের প্রাক্তন ডিরেক্টর নির্মলকুমার গাঙ্গুলি, ডাঃ অরুণিমা ঘোষ–সহ কলকাতার বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকেরা। নয়া পদ্ধতিতে এই বায়োব্যাঙ্ক তৈরিতে সাহায্য করেছেন ডাঃ হার্টমুট।

তিনি বলেন, 'এই বায়োব্যাঙ্ক ভবিষ্যতে ক্যান্সারের চিকিৎসায় অনেক সাহায্য করবে। টিউমার বা ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ এই ব্যাঙ্কে রেখে গবেষণা করা যাবে। জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপানে যে পদ্ধতিতে গবেষণা হয়, এই বায়োব্যাঙ্কে সেই পদ্ধতিতে গবেষণা করা সম্ভব।' ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই ব্যাঙ্ক নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে শহরের সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালগুলির সঙ্গে। এসএসকেএম এবং আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে বায়োব্যাঙ্ক থাকলেও অত্যাধুনিক এই নতুন বায়োব্যাঙ্কে গবেষণা করা হবে মেটাবলোমিক্স, প্রোটিওমিক্স, জেনোমিক্স, ট্রান্সকিপ্টোমিক্স পদ্ধতিতে।' এক বেসরকারি হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর কৃষ্ণাংশু রায় জানান, 'লিভার ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সারের চিকিৎসার ক্ষেত্রে নয়া দিক খুলে যাবে। আমরা অন্যান্য দেশেও টিস্যু পাঠাব যদি তাঁদের গবেষণার কাজে লাগে। রাজ্যের যে সমস্ত হাসপাতালে ক্যান্সারের চিকিৎসা হয় তাদের কাছ থেকে আমরা অপারেশনের সময় বাদ যাওয়া অংশ নিয়ে ব্যাঙ্ক তৈরি করব আইথ্রিটি–তে, তবে অবশ্যই রোগীর পরিবারের লিখিত সম্মতি নিয়ে।'

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 14/09/2023

ক্যান্সারের চিকিৎসা জেলায়, তবু মরফিন নিতে কেন ভরসা শহরে?- আনন্দবাজার পত্রিকা, 14th Sep. 2023

ক্যানসারের চিকিৎসা জেলায়, তবু মরফিন নিতে কেন ভরসা শহর?

শান্তনু ঘোষ

ক্যানসারের ক্রমবর্ধমান গবেষণার ফলে বহু ক্ষেত্রে রোগীদের আয়ু দীর্ঘ হচ্ছে। তবে এখনও তাঁদের একটি বড় অংশকে ক্যানসারের অন্তিম পর্যায়ে যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে হয়। তখন রোগ নিরাময়ের সুযোগ থাকে না, রোগীকে প্যালিয়েটিভ কেয়ার বা উপশমের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই পর্বে যন্ত্রণা কমাতে মরফিনের ব্যবহার জরুরি। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, এর পাশাপাশি যন্ত্রণা বুঝে ক্যানসারের দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের রোগীকেও মরফিন দেওয়া হয়। অথচ, বছরের পর বছর বাজারে অমিল জরুরি এই ওষুধটি। বর্তমানে সেই সমস্যা বাড়ায় রোগী-ভোগান্তিও বাড়ছে বলে পর্যবেক্ষণ চিকিৎসকদের। মরফিন অপ্রতুলতার একটি কারণ আইনি জটিলতা। অন্যটি, মুনাফা কম বলে এই ওষুধ তৈরি ও সরবরাহে অনীহা।

সরকারি পরিষেবা বিস্তৃত হয়ে এখন জেলার হাসপাতালেও চালু হয়েছে ক্যানসারের চিকিৎসা। অথচ, সেখানে চিকিৎসাধীন রোগীকে মরফিন জোগাড় করতে আসতে হচ্ছে কলকাতার কোনও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কারণ, জেলার ভাঁড়ার মরফিন-শূন্য! এ দিকে, শহরেও অপর্যাপ্ত এই ওষুধ।

মাদক প্রভাব এবং কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকলেও ক্যানসারের যন্ত্রণা নিরাময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মরফিনেই জোর দিয়েছে। তার পরেও কেন রাজ্য এই ওষুধ মজুতের নিয়ম শিথিল করছে না, প্রশ্ন চিকিৎসকদের। তাঁদের কথায়, "জেলার হাসপাতালে ক্যানসারের চিকিৎসা হচ্ছে। টিউমার বোর্ড বসছে। অথচ মরফিন নেই!" রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগীর বক্তব্য, "মাদক আইনে বিষয়টি আটকাচ্ছে। কী ভাবে জেলার হাসপাতালে মরফিন সরবরাহ করা যায়, সেই চিন্তাভাবনা চলছে।"

নেশার কাজে মরফিনের ব্যবহার রয়েছে বলে এতে সরকারি নিয়ন্ত্রণও রয়েছে। প্রশ্ন এখানেই, মরফিনের মতো জরুরি জিনিস রোগীদের থেকে দূরে রাখা কি যুক্তিসঙ্গত? যদিও চিকিৎসকদের মতে, "মরফিনকে মাদক হিসেবে ব্যবহারে সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকলেও রোগীর জন্য এর জোগানে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।" ক্যানসার শল্য চিকিৎসক গৌতম মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "ক্যানসারের অন্তিম পর্যায়ের রোগীর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি ও সম্মানের জীবন কাটানোর অধিকার রয়েছে। ফলে মরফিনের ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে হবে।"

কোথায় মেলে এই মরফিন? রাজ্যের কয়েকটি মাত্র মেডিক্যাল কলেজ স্তরের হাসপাতালকে 'রেজিস্টার্ড মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন'-এর তকমা দেওয়ায় সেখানে মরফিন রাখতে পৃথক লাইসেন্স লাগে না। এসএসকেএমের রেডিয়োথেরাপির বিভাগীয় প্রধান, চিকিৎসক অলোক ঘোষদস্তিদার বলেন, "জেলার রোগীদের প্রথম বার ওষুধ নিতে আসতে হয়। পিজির প্রেসক্রিপশনে মরফিন লিখে দিলে ১৫ দিনের ওষুধ দেওয়া হয়। তার পর থেকে প্রয়োজনীয় কাগজ নিয়ে পরিজনেরা এলেই চলবে।" প্রেসক্রিপশনের ফোটোকপি ওই সব রোগীর কাছেও রাখতে হয় বলে জানাচ্ছেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রেডিয়োথেরাপির বিভাগীয় প্রধান, চিকিৎসক অসিতরঞ্জন দেব।

স্বাস্থ্যকর্তারা জানাচ্ছেন, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর মরফিন সরবরাহে কয়েক বার দরপত্র ডাকলেও কোনও প্রস্তুতকারী সংস্থা অংশ নেয়নি। ফলে বোঝা যাচ্ছে যে, রাজ্যে মরফিন প্রস্তুতকারী সংস্থা নেই। বরং পরে উত্তর ভারতের দু'টি সংস্থা দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে বরাত পায়। পাশাপাশি, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ডে ওই ওষুধ তৈরি হয়। এক স্বাস্থ্যকর্তার কথায়, "এই ওষুধ পাঠানোর খরচের তুলনায় দাম অতি নগণ্য। ফলে বরাত পাওয়া সংস্থাগুলিরও ওষুধ সরবরাহে অনীহা রয়েছে।"

অন্য দিকে, গুটিকতক ওষুধের দোকানের মরফিন বিক্রির লাইসেন্স থাকলেও তারা 'ঝক্কি' সামলে ওই ওষুধ রাখতে চাইছে না। ক্যানসারের ওষুধ সরবরাহকারী একটি সংস্থার তরফে কাজল গোমস বলেন, "প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ না দেওয়া, নির্দিষ্ট রেজিস্টারে সব তথ্য নথিভুক্ত করা, নির্দিষ্ট সময় অন্তর আবগারি দফতরকে হিসাব দিতে হয়। অথচ ওই ওষুধ বিক্রিতে লাভ সামান্য। তাই ঝামেলা নিতে অনীহা।"

ড্রাগ কন্ট্রোলের কর্তারা জানাচ্ছেন, 'ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট ১৯৪০ এবং রুল ১৯৪৫' অনুযায়ী, মরফিন রাখতে বেসরকারি হাসপাতাল বা দোকানের শিডিউল-এক্স লাইসেন্স প্রয়োজন। ওই লাইসেন্স পেতে পাইকারি বা খুচরো ড্রাগ লাইসেন্সের যে কোনও একটি থাকতেই হবে।

চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, মরফিনের মতোই বাজারে অমিল স্তন ক্যানসারের ট্যামক্সিফেন, ফুসফুসের ক্যানসারের ইটোপোসাইড, ব্রেন টিউমারের টেমোজোলামাইড ও অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে ব্যবহৃত এন্ডোক্সান।

ক্যানসার চিকিৎসক সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, "খুব জরুরি অথচ সস্তার এই ওষুধগুলির দাম আরও কমেছে। ফলে প্রস্তুতকারী সংস্থারা সেগুলি বানাতে চাইছে না। মুনাফা দেখতে গিয়ে চরম ক্ষতি হচ্ছে রোগীদের।" স্তন ক্যানসারের শল্য চিকিৎসক দীপ্তেন্দ্র সরকার জানাচ্ছেন, ঋতুস্রাবের আগে যাঁদের স্তন ক্যানসার ধরা পড়ে, তাদের কাছে ট্যামক্সিফেন জীবনদায়ী। তাঁর কথায়, "৫-৭ বছর এই ওষুধ খেতে হয়। মাঝপথে যদি সেটি থমকে যায়, তা হলে রোগটি ফেরার ঝুঁকি থেকেই যাবে।"

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 16/09/2023

পকিনসন্স, ক্যান্সারের গবেষণায় ‘বিজ্ঞানের অস্কার ’- আনন্দবাজার পত্রিকা, 16th Sep. 2023

পার্কিনসন্স, ক্যানসারের গবেষণায় ‘বিজ্ঞানের অস্কার’

জয়তী রাহা

পার্কিনসন্স ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে বিশ্বে এক কোটির বেশি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। অথচ ১৮১৭ সালে চিকিৎসক জেমস পার্কিনসন্স চিহ্নিত এই রোগ সম্পর্কে দু’দশক আগেও মানুষের ধারণা তেমন ছিল না। বর্তমানে শুধু প্রবীণ নয়, কমবয়সি পার্কিনসন্স আক্রান্তের সংখ্যাও চিন্তার কারণ। ক্যানসারের মতোই বেড়ে চলেছে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা। যদিও এর গবেষণা চলেছে নিরন্তর। যার স্বীকৃতি মিলল আন্তর্জাতিক স্তরে। স্বীকৃতি পেয়েছে ক্যানসার থেরাপির গবেষণাও।

২০২৪ সালের ব্রেকথ্রু প্রাইজ় ফাউন্ডেশন মূলত পার্কিনসন্স ডিজ়িজ়, কার টি সেল (সিএআর টি, এটি মলিকিউলার জেনেটিক কোডিং) ক্যানসার থেরাপি এবং সিস্টিক ফাইব্রোসিসের গবেষণাকে সম্মান জানাতে আট জন বিজ্ঞানীর নাম ঘোষণা করেছে। বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অস্কার মানা হয় এই পুরস্কারকে। আগামী বছরের ১৩ এপ্রিল আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেসে দেওয়া হবে পুরস্কার।

পার্কিনসন্স রোগের ঝুঁকিবাহক জিনকে তাঁদের গবেষণায় চিহ্নিত করে পুরস্কৃত হলেন ইউনিভার্সিটি অব টুবিংএনের স্নায়ুবিজ্ঞানী টমাস গ্যাসার, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিংয়ের নিউরোজেনেটিসিস্ট অ্যান্ড্রু সিঙ্গলটন এবং ন্যাশনাল হিউম্যান জিনোম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জেনেটিসিস্ট অ্যালেন সিনড্রেনস্কি। পুরস্কার পাচ্ছেন ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার ইমিউনোলজিস্ট কার্ল জুন, মেমোরিয়াল স্লোয়ান ক্যাটারিং ক্যানসার সেন্টারের ইমিউনোলজিস্ট মিশেল স্যাডেলেন। কার্ল এবং মিশেল পুরস্কার পেলেন কার টি সেল ইমিউনোথেরাপির আরও উন্নয়নের গবেষণায়। সিস্টিক ফাইব্রোসিসের চিকিৎসায় সংমিশ্রিত ওষুধ আবিষ্কার করে পুরস্কৃত হলেন ভার্টেক্স ফার্মাসিউটিক্যালসের গবেষক সাবিন হাদিদা, পল নেগুলেস্কু এবং ফ্রেডরিক ভন গুর।

পার্কিনসন্স রোগের ঝুঁকিবাহক জিনকে চিহ্নিত করার গবেষণা শুরু হয়েছিল অন্য ভাবে। শিশুরোগ চিকিৎসক অ্যালেন সিনড্রেনস্কি তখন জিনগত বিরল রোগ গোশের নিয়ে গবেষণায় বুঁদ। একটি মাত্র জিন, জিবিএ ওয়ানের গোলমাল কী ভাবে যকৃৎ, প্লীহা এবং অস্থির মতো গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে থাবা বসাতে পারে, সেটাই আকর্ষণ করেছিল সিনড্রেনস্কিকে। এমন পরিস্থিতিতে সিনড্রেনস্কির কাছে ফোন আসে সহকর্মীর। যিনি এমন এক রোগীর মস্তিষ্ক থেকে টিসু সংগ্রহ করেছিলেন, যাঁর গসার এবং পার্কিনসন্স দু’টিই আছে। মোট তিনটি নমুনা তিনি পাঠান সিনড্রেনস্কিকে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে নমুনার লেবেল পড়ে যায়। ফলে কোনটা কোন নমুনা নিশ্চিত হতে সিনড্রেনস্কি এনজাইমের কাজ মাপার সিদ্ধান্ত নেন।

পরে ডিএনএ পরীক্ষায় দেখা যায়, একটি নমুনায় মিউটেড জিবিএ ওয়ান জিনের দু’টি অনুলিপি ছিল। কিন্তু বাকি দু’টি নমুনায় মিউটেড জিবিএ ওয়ান জিনের একটাই অনুলিপি। যা দেখে ৫০ জনেরও বেশি পার্কিনসন্স রোগীর পোস্টমর্টেমে মস্তিষ্কের নমুনা থেকে ডিএনএ বিশ্লেষণ করে দেখেন, ১২ জন জিবিএ ওয়ান মিউটেশন বহন করছেন। ওই সময়েই, অর্থাৎ, ২০০২ সালে টমাস গ্যাসার এবং অ্যান্ড্রু সিঙ্গলটন খুঁজছিলেন পার্কিনসন্স রোগের জিনগত সূত্র। যা মিলিত ভাবে গবেষণার দরজা খুলে দেয়।

সিনড্রেনস্কি বলছিলেন, “কেন বিরল রোগ নিয়ে গবেষণা করা হয়, তার এটি উদাহরণ। গবেষণার ফল বিরল রোগের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই সাধারণ জটিল রোগের ক্ষেত্রেও দৃষ্টান্তমূলক ফলাফল আনতে পারে।”

দীর্ঘ বছর ধরে গবেষণাগারে টি কোষের ভূমিকায় শান দিয়ে তাকে আরও উন্নত করায় ব্যস্ত থেকেছেন জুন এবং স্যাডেলেন। টি কোষ হল রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার এক দক্ষ সৈনিক। টি সেল রিসেপ্টর (টিসিআর) ক্যানসারের কোষে অ্যান্টিজেন খুঁজে বার করে তাকে আটকে রাখে। সাম্প্রতিক কালে সেল থেরাপির এই চিকিৎসা নিয়ে চর্চা চলছে। যদিও গত শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে যখন স্যাডেলেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবে যোগ দেন, তখন সেল ইঞ্জিনিয়ারিং নতুন ক্ষেত্র। ক্যানসারের গবেষণায় টি কোষ নজর কেড়েছে বহু পরে। দীর্ঘ গবেষণার ফল দেখে ২০১৭ সালে প্রথম বার এফডিএ অনুমোদন দেয় কিছু ক্ষেত্রে শিশু এবং কমবয়সি লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকোমিয়ায় আক্রান্তদের সিএআর টি সেল থেরাপি করার।

অন্য দিকে, সিস্টিক ফাইব্রোসিসের জন্য দায়ী জিনকে ১৯৮৯ সালেই চিহ্নিত করা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী দশকে বিজ্ঞানীরা মূলত প্রোটিন চিহ্নিত করেন এবং কী ভাবে ওই জিনের মিউটেশনে প্রোটিনের গঠনে ত্রুটি হচ্ছে, সেটাই তুলে ধরেন। কোষে ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিন যথাযথ কাজ না করায় লবণ ও জলের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ আঠালো শ্লেষ্মা তৈরি হয়, যা প্যাথোজেনিক ব্যাক্টেরিয়া এবং ভাইরাসের আশ্রয়স্থল হয়। সিস্টিক ফাইব্রোসিস এমন রোগ, যা শরীরের যে কোনও অঙ্গে হতে পারে। তাই গবেষণা দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, মুখে নেওয়ার মতো কোনও ওষুধ আনতে হবে, যা সব অঙ্গকে প্রভাবিত করতে পারবে। সেই ত্রুটি সমাধানের পথ খুঁজতে বিজ্ঞানীদের পেরোতে হয়েছে ২০ বছর।

আজকাল

Date: 24/09/2023

রক্তের ক্যান্সার নিয়েও হার না মানার জেদ – আজকাল, 24th Sep. 2023

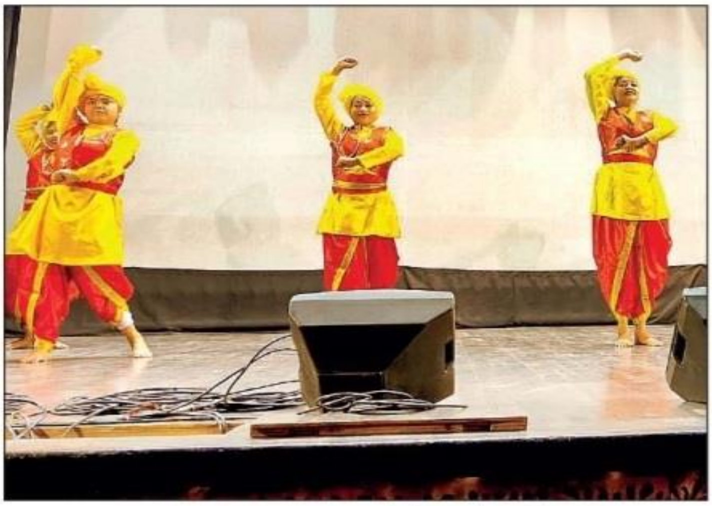

রক্তের ক্যান্সারে আক্রান্তদের নৃত্যানুষ্ঠান। মৌলালি যুবকেন্দ্রে।

রক্তের ক্যান্সার নিয়েও হার না মানার জেদ

আজকালের প্রতিবেদন

রক্তের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েও হার মানেনি মন। অদম্য জেদে লড়াই করে এগিয়ে চলেছে কচিকাঁচা থেকে কিশোর–কিশোরীরা। নাচে, গানে, কবিতায় শুক্রবার মৌলালি যুবকেন্দ্রের ভরা মঞ্চে একরাশ হাততালি কুড়িয়ে নিল রক্তজনিত রোগ ও রক্তের ক্যান্সার আক্রান্তরা। ওরা সকলেই কোনও না কোনও রক্তের রোগ কিংবা রক্তের ক্যান্সারে আক্রান্ত। এদিন কলকাতা হেমাটোলজি এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনিসিয়েটিভ (খেরি) উদ্যোগে পালিত হয় ক্রনিক মায়লয়েড লিউকোমিয়া (সিএমএল) দিবস। এটি এমন একটি দূরারোগ্য রক্তের ক্যান্সার, যা নিয়ে সচেনতার অভাব রয়েছে। খেরির উদ্যোগে সিএমএল সাপোর্ট গ্রুপ তৈরি করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ৫০ জনের মতো সিএমএল–এ আক্রান্ত রোগী ও তাদের পরিজনরা শামিল হন। একটি সচেতনতামূলক আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। এদিন অংশ নেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের হেমাটোলজির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডা. উৎপল চৌধুরি, প্রাক্তন স্বাস্থ্য (শিক্ষা) অধিকর্তা ডা. প্রদীপ মিত্র, এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের হেমাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. রাজীব দে–সহ অন্যরা। এদিন রোগীরা তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও লড়াইয়ের কাহিনি শোনায়।

Date: 24/09/2023

টিকাকরন বা ক্যান্সার কমানোর সহজ রাস্তা- এইসময় , 24th Sep. 2023

টিকাকরণ বা ক্যান্সার কমানোর সহজ রাস্তা

সার্ভিকাল ক্যান্সারের উৎস এইচপিভি'কে রুখে দেওয়া যায় একটি টিকা বা ভ্যাক্সিন দিয়ে। লিখছেন **অনির্বাণ মিত্র**

মাস তিন আগের কথা। এক বন্ধু জানতে চাইল, 'মেয়ের তো ১২ বছর বয়স হল। ভ্যাকসিন দেওয়াব?' না, করোনা-ভ্যাকসিন নয়, সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্যে জিজ্ঞাস্য ছিল হিউমান প্যাপিলোমাভাইরাস (এইচপিভি) ভ্যাকসিন সম্বন্ধে। যে টিকা সারভিকাল ক্যান্সারের মারণক্ষমতাকে ৮০-৯০% ক্ষেত্রে নির্বিষ করতে পারে বলে আজ ভারত সহ ১২৫টি দেশে বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের জন্যে স্বীকৃত। যে প্রাণদায়ী ভ্যাকসিন আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক ছিলেন সদ্যপ্রয়াত নোবেল-বিজয়ী হারাল্ড জুর হাউসেন।

গ্লোবোক্যান-এর হিসেব অনুযায়ী ২০২০-তে বিশ্বে সারভিকাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় ৬০ লক্ষ ৪ হাজার জন মহিলা এবং মারা গেছেন ৩ লক্ষ ৪০ হাজার। ভারতবাসীর ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ভয়াবহ। ২০২০-তে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৯০৭ জন মহিলা সারভিকাল ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, মোট ক্যান্সার রুগির ৯.৪%! এ ছাড়াও ৭৮% যোনির ক্যান্সার, ১৫-৪৮% ভাল্ভা ক্যান্সার এবং অন্তত ৮০% মলদ্বারের ক্যান্সারের প্রধান ভিলেন এই এইচপিভি!

ক্যান্সারের সঙ্গে জীবাণু সংক্রমণ ব্যাপারটা একটু খটমট শোনালেও ২০১৮-র হিসেব অনুযায়ী বিশ্বে মোট ক্যান্সারের ১৫-১৮% জীবাণু-ঘটিত! ত্বক এবং সারভিক্স এইচপিভি-র মূল টার্গেট। শুধু সারভিক্স নয়। আন্তর্জাতিক হিসেব অনুযায়ী ছেলেদের ক্ষেত্রে ৫০% পুরুষাঙ্গ ক্যান্সার, ৮০% মলদ্বারের ক্যান্সার, ৫০-৭০% হেড-অ্যান্ড-নেক এবং মুখগহ্বরের ক্যান্সার, ৫-২০% মুখের ক্যান্সার, এবং অন্তত ৩০% গলার ক্যান্সারের মূলে রয়েছে এইচপিভি সংক্রমণ।

কিন্তু, এইচপিভি সংক্রমণ থেকে ক্যান্সার হয় কী করে? অনেক দিন ধরে জানা ছিল টিউমার হয় কোষ-চক্রের নিজস্ব ব্যর্থতায়। কিন্তু, ছয়ের দশকে হাউসেন-এর গবেষণা প্রমাণ করে যে এপ্সটেন-বার ভাইরাস সংক্রমণ কোষ-চক্রকে অনিয়ন্ত্রিত করে একটি বিশেষ ব্লাড ক্যান্সারের দিকে ঠেলে দেয়। এই সূত্র ধরেই শুরু হয় তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ। ত্বকে এবং যৌনাঙ্গের আঁচিলে এইচপিভি-র অস্তিত্ব আগেই পাওয়া গিয়েছিল। জানাও ছিল যে সারভিক্স-এর আঁচিল মাঝেমধ্যে টিউমার হয়ে ওঠে! হাউসেন দেখালেন যে ত্বক বা যৌনাঙ্গের কোষে ঢুকে পড়ে এইচপিভি কোষ-চক্রের গতি বাড়িয়ে দেয়। ফলে বেশি কোষ তৈরি হয়, গড়ে ওঠে আঁচিল। অবশ্য, বেশির ভাগ মানুষের ক্ষেত্রে সংক্রমণ আঁচিলেই সীমাবদ্ধ থাকে। বিপদ ঘটে কালেভদ্রে, যখন ভাইরাসের ডিএনএ আক্রান্ত কোষের কোষ-চক্রকে সম্পূর্ণ 'হাইজ্যাক' করে টিউমারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে।

অবশ্য, যৌন-স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সারভিকাল ক্যান্সারের হার কিছুটা কমেছে। সমস্যা হল, বার্ষিক রোগাক্রান্তের সংখ্যা এখনও বিশাল। এই জন্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভ্যাক্সিন রক্ষাকবচের ওপর এত জোর দিচ্ছে। ফলে, ২০০৮-০৯ থেকে ইউরোপের বহু দেশেই এইচপিভি-ভ্যাকসিন জাতীয় টিকাকরণ কর্মসূচির অন্তর্গত। এবং প্রথম বড় সাফল্য পায় স্কটল্যান্ড। টিকাকরণের ফলে স্কটিশ সমাজে কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে ৮৮% হ্রাস পেয়েছে সার্ভিকাল প্রি-ক্যান্সার এবং সংক্রমণের মাত্রা।

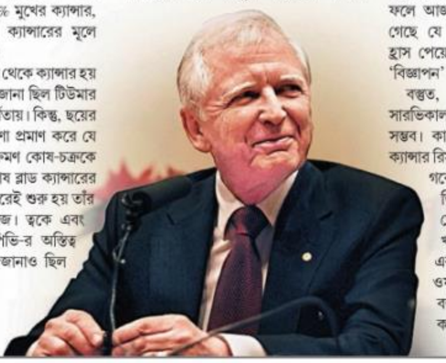

টিকার জনক। সদ্যপ্রয়াত হারাল্ড জুর হাউসেন ▶

অবশ্য, এ ব্যাপারে 'প্রথম পুরস্কার' প্রাপক অস্ট্রেলিয়া। ২০০৬ থেকে ১২-২৬ বছর বয়সী মেয়েদের গণটিকাকরণ এবং ২৫-৭০ বছর বয়সীদের স্ক্রিনিংয়ের ওপর জোর দেওয়ার ফলে আজ অস্ট্রেলিয়া এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এইচপিভি-জাত সংক্রমণ ৯২% হ্রাস পেয়েছে! এই সাফল্যের থেকে ভালো 'বিজ্ঞাপন' আর কীই বা হতে পারে?

বস্তুত, সদিচ্ছা থাকলে ভারত থেকে সারভিকাল ক্যান্সার নামমাত্র খরচে নির্মূল করা সম্ভব। কারণ, ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর ক্যান্সার রিসার্চ-এর বিজ্ঞানী পার্থ বসু'র নেতৃত্বে গবেষণা প্রমাণ করেছে যে টিকার তিনটি ডোজ দরকার নেই, একটি ডোজই যথেষ্ট। ক্যান্সার চিকিৎসাতে খরচ বিপুল। সরকারি হাসপাতালে একাধিক সুবিধা পাওয়া গেলেও টেস্ট, ওষুধ, যাতায়াত, থাকা-খাওয়ার খরচ বহু রুগিকে আর্থিক ভাবে বিপর্যস্ত করে, ভয়ঙ্কর শারীরিক/মানসিক যন্ত্রণার কথা না হয় বাদ দিলাম। এই প্রাণান্তকর কষ্ট লাঘব করতে গণটিকাকরণ দিয়ে ভাইরাল সংক্রমণ রুখে দেওয়া কি কাজের কাজ নয়? পার্থ বসু'র কথায়, '৯৪টি উন্নয়নশীল দেশের হিসেবনিকেশ দেখাচ্ছে গণটিকাকরণ করতে যা খরচ তার অন্তত তিন গুণ বেশি প্রয়োজন পড়ে এই ক্যান্সারের কেমো-রেডিওথেরাপি-ওষুধ-টেস্ট আনুষঙ্গিক খরচে।'

এই সব ফলাফলে আশান্বিত হয়েই ২০১৬ থেকে পাঞ্জাব আর সিকিমে শুরু হয়েছে মেয়েদের গণটিকাকরণ। শুধু সারভিকাল কেন? ভ্যাকসিন এইচপিভি-জনিত নারীপুরুষ উভয়ের যৌনাঙ্গ, মুখগহ্বর-সহ একাধিক ক্যান্সার পরাস্ত করলে সমগ্র চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর থেকে চাপ অনেকাংশে কমে যাবে।

টিকাকরণের ফলে স্কটিশ সমাজে কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে ৮৮% হ্রাস পেয়েছে সার্ভিকাল প্রি-ক্যান্সার এবং সংক্রমণের মাত্রা।

Date: 26/09/2023

খাদ্যনালী ক্যান্সারের কিছু তথ্য ও চিকিৎসা – প্রতিদিন, 26th Sep. 2023

খাদ্যনালী ক্যান্সারের কিছু তথ্য ও চিকিৎসা

বিশদ জানতে স্ক্যান করুন

ডাঃ শ্রীনিকেত রাঘবন
জিআই এন্ড থোরাসিক অঙ্কো-সার্জন
MS, Mch (Surgical Oncology) - Tata Memorial Hospital, Mumbai

1) খাদ্যনালী ক্যান্সার কি?

খাদ্যনালী ফাঁপা একটি টিউব যা আমাদের গলাকে পাকস্থলীর সাথে সংযুক্ত করে এবং যার মাধ্যমে আমাদের গ্রহন করা খাবার পাকস্থলীতে পৌঁছায়। খাদ্যনালীর কোষের ডিএনএ-তে কিছু পরিবর্তন ঘটলে খাদ্যনালীতে ক্যান্সার হয়। যদিও এই পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই, তবে মদ্যপান এবং তামাক ব্যবহার (সিগারেট, গুটকা, খয়নি, পান), অপুষ্টিকর খাদ্যাভাস (পর্যাপ্ত ফল ও সবজি না খাওয়া) এবং স্থূলতা-এর কারণ হতে পারে। পুরুষদের মধ্যে এই ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

2) এই ক্যান্সারের উপসর্গ গুলো কি?

গিলতে অসুবিধা, ওজন কমে যাওয়া, বদহজম, বুকে ব্যথা বা অম্বল, কাশি এবং গলার স্বর কর্কশ ইত্যাদি সমস্যা দেখা যায়। যদি কোনো ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে অ্যাসিড রিফ্লাক্সে ভোগেন, তবে ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

3) কিভাবে এই ক্যান্সার নির্ণয় করা হয়?

এন্ডোস্কোপির দ্বারা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির খাদ্যনালীর ভিতরের অংশ পরীক্ষা করে থাকেন। টেস্ট করার সময় কিছু টিস্যু সংগ্রহ করে বায়োপসির জন্য পাঠানো হয়। ক্যান্সার নির্ণয় করা হলে, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড (EUS), সিটি স্ক্যান, পেট স্ক্যান করা হয় ক্যান্সারের অবস্থা বা বিস্তার বোঝার জন্য।

4) এই ক্যান্সারের চিকিৎসা কি?

এই চিকিৎসা সাধারণত ক্যান্সারের ধরন, স্থান এবং পর্যায়ের উপর নির্ভর করে, এবং এতে সার্জারির সাথে কেমোথেরাপি ও রেডিয়েশন থেরাপিও থাকতে পারে। শুধুমাত্র ক্যান্সারের প্রাথমিক পর্যায়ে এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে চিকিৎসা সম্ভব। মিনিমালি ইনভেসিভ সার্জারি (VATS, রোবোটিক) দ্বারা সার্জন আরও ভালোভাবে, অল্প অংশ কেটে অস্ত্রোপচার করেন। যার মাধ্যমে ব্যথা কম ও দ্রুত নিরাময় সম্ভব হয়।

মেডিকা অঙ্কোলজি বিভাগ- নিউক্লিয়ার মেডিসিন ইউনিট, রোবোটিক সার্জারি, উন্নত ল্যাব, সর্বাধুনিক ইমিউনোথেরাপি এবং অঙ্গ নির্দিষ্ট থেরাপি সহ সর্বাঙ্গীণ পরিষেবার মাধ্যমে চিকিৎসার ভালো ফলাফল সুনিশ্চিত করে থাকে।

The Statesman

Date: 26/09/2023

Italian Mafia boss Messina Denaro dies of cancer- The Statesman, 26th Sep. 2023

Italian Mafia boss Messina Denaro dies of cancer: Italian Mafia boss Matteo Messina Denaro, who was convicted of multiple murders and was arrested in January after spending 30 years on the run, has died of cancer, officials said on Monday. Messina Denaro, 61, was suffering from cancer of the colon at the time of his arrest. As his condition worsened in recent weeks, he was transferred to a hospital from the maximum-security jail in central Italy where he was initially held. He fell into a coma on Friday and never regained consciousness. Messina Denaro was found guilty of numerous crimes, including helping plan the 1992 murders of anti-mafia prosecutors Giovanni Falcone and Paolo Borsellino.

আজকাল

Date: 27/09/2023

নারীবান্ধব স্তন ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হল পিয়ারলেসে- আজকাল, 27th Sep. 2023

নারীবান্ধব স্তন ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র চালু হল পিয়ারলেসে

সাগরিকা দত্তচৌধুরি

স্তন ক্যান্সার হলে অধিকাংশ মহিলাই পুরুষ চিকিৎসকের কাছে দেখাতে, পুরুষ টেকনিশিয়ানের কাছে পরীক্ষার জন্য যেতে ইতস্তত বোধ করেন। যে কারণে অনেক সময়েই চিকিৎসায় দেরি হয়ে যায়। মহিলাদের মানসিক স্বস্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ভেবে পিয়ারলেস হাসপাতালে নারীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে চালু হল বিশেষ চিকিৎসাকেন্দ্র। যেখানে চিকিৎসক, রেডিওলজিস্ট, টেকনিশিয়ান, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী–সহ সকল কর্মীই মহিলা। এক ছাদের নীচে স্তন ক্যান্সার শনাক্তকরণ থেকে চিকিৎসা, সবটাই হবে মহিলাদের দ্বারা চালিত।

মঙ্গলবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা ঘোষণা করে হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ সুজিত কর পুরকায়স্থ বলেন, 'নারীশক্তিকে কাজে লাগিয়ে আমরা স্টেট অফ আর্ট কমপ্রিহেনসিভ ব্রেস্ট ক্যান্সার সেন্টার চালুর চেষ্টা করেছি, যেখানে সহজেই রোগীরা তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়ে দ্রুত ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু করতে পারবেন।' রেডিওলজিস্ট ডাঃ সুমা চক্রবর্তী বলেন, 'স্তন ক্যান্সারে প্রথম পর্যায়ে সাধারণত কোনও উপসর্গ দেখা যায় না বলে অনেকেই বুঝতে পারেন না। এখন ৫০ বছরের নীচে বেশি ধরা পড়ছে স্তন ক্যান্সার। বায়োপ্সি, ম্যামোগ্রাফি, ব্রেস্ট আলট্রাসাউন্ড ইত্যাদি অনেক পরীক্ষার জন্য একজন মহিলা টেকনিশিয়ান থাকলে সুবিধে হয়।' মেডিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট ডাঃ মধুছন্দা কর বলেন, 'ক্যান্সার কখনই ছোঁয়াচে নয়। ওজনবৃদ্ধি, অনিয়মিত জীবনযাপন, মদ্যপান, ধূমপান, জাঙ্ক ফুড খাওয়ার প্রবণতা, দেরিতে সন্তান ধারণ, হরমোনের সমস্যা প্রভৃতি বাড়াচ্ছে স্তন ক্যান্সার।' এসআরআইওএস (সুনীলকান্তি রায় ইনস্টিটিউট অফ অঙ্কোলজি সার্ভিসেস)–এর অধিকর্তা ডাঃ ভি আর রামানন বলেন, 'এখন অনেক আধুনিক চিকিৎসা, থেরাপি বেরিয়েছে। যার ফলে অনেকটাই নির্মূল হয় স্তন ক্যান্সার।' ব্রেস্ট সার্জন ডাঃ প্রগতি সিঙ্ঘল বলেন, 'স্তন ক্যান্সারে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি করে কিংবা কৃত্রিমভাবে স্তন পুনর্গঠন করা হয়। ফলে মানসিক হীনমন্যতায় ভোগার কিছু নেই।'

আনন্দবাজার পত্রিকা

Date: 27/09/2023

নারী-দল স্তন ক্যানসারের চিকিৎসায় – আনন্দবাজার পত্রিকা, 27th Sep. 2023

নারী-দল স্তন ক্যানসারের চিকিৎসায়

নিজস্ব সংবাদদাতা

ক্রমশ বাড়ছে স্তন ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যা। এই রোগ শুরুতেই ধরা পড়লে সুস্থ হওয়া নিশ্চিত। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে মহিলাদের একাংশ এই অসুখের চিকিৎসা বা স্ক্রিনিংয়ের জন্য পুরুষ চিকিৎসকের কাছে যেতে অস্বস্তি বোধ করেন। সেই জায়গাটিকে সহজ করতে এ বার মহিলা চিকিৎসকদের নিয়ে পরিষেবা প্রদানের পদক্ষেপ করল শহরের এক হাসপাতাল।

মঙ্গলবার পিয়ারলেস হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর চিকিৎসক সুজিত কর পুরকায়স্থ জানান, দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা ক্যানসারের চিকিৎসা করছেন। আরও উন্নত পরিষেবার লক্ষ্যে ‘সুনীলকান্তি রায় ইনস্টিটিউট অব অঙ্কোলজি সার্ভিস’-এর সূচনা হবে আগামী বছরের মধ্যে। সুজিত বলেন, ‘‘নারীশক্তি প্রকল্পে স্তন ক্যানসার চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা মিলবে এক জায়গায়।’’ স্তন ক্যানসার শল্য চিকিৎসক প্রগতি সিংহল জানান, গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিশ্বে স্তন ক্যানসারের হার ১১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যত দ্রুত রোগ চিহ্নিত হবে, তত বেশি স্তন বাঁচিয়েই রোগ নির্মূল সম্ভব। প্রগতি বলেন, ‘‘বহু মানুষ এখনও মনে করেন, স্তন বাদ দিতেই হবে। তেমনটা নয়। স্তন বাদ দিলেও সেটির পুনর্গঠন করা যায়।’’ অনুষ্ঠানে ছিলেন নতুন প্রকল্পের অধিকর্তা চিকিৎসক ভি আর রামানন, ক্যানসার চিকিৎসক তথা হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর মধুছন্দা কর, রেডিয়োলজিস্ট সুমা চক্রবর্তী।

Date: 27/09/2023

ক্যান্সার নিরাময়ে মহিলা- ইউনিট – এইসময়, 27th Sep. 2023

ক্যান্সার নিরাময়ে মহিলা-ইউনিট

এই সময়: ব্রেস্ট থেকে জরায়ু, জরায়ুমুখ বা ডিম্বাশয়ের ক্যান্সারের মতো স্ত্রী-ক্যান্সারের চিকিৎসায় মহিলা-চালিত ইউনিট খুলল পিয়ারলেস হাসপাতাল। সুনীলকান্তি রায় ইনস্টিটিউট অফ অঙ্কোলজি সার্ভিসেস কেন্দ্রের অধীনে 'নারীশক্তি' নামে সেই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ছিল মঙ্গলবার। উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল অঙ্কোলজিস্ট মধুছন্দা কর, ব্রেস্ট রেডিয়োলজিস্ট সুমা চক্রবর্তী ও ব্রেস্ট সার্জেন প্রগতি সিংহলের মতো মহিলা চিকিৎসকরা। তাঁরা জানান, সব ধরনের ক্যান্সার-চিকিৎসার পাশাপাশি তাঁরা নির্দিষ্ট অঙ্গের স্ত্রী-ক্যান্সারগুলির চিকিৎসায় বিশেষ জোর দিচ্ছেন। পুরুষ চিকিৎসকের কাছে স্ত্রীরোগের চিকিৎসার ব্যাপারে অনেক মহিলার সঙ্কোচ থাকে বলেই এমন ইউনিট চালু করছে পিয়ারলেস।

প্রতিদিন

Date: 27/09/2023

স্তন ক্যানসার রোধে শহরে জাগছে ‘ নারীশক্তি’- প্রতিদিন, 27th Sep. 2023

স্তন ক্যানসার রোধে শহরে জাগছে ‘নারীশক্তি’

স্টাফ রিপোর্টার: নারীদের পাশে নারীরা। শরৎকাল মা দুর্গার বাপের বাড়িতে আসার সময়। সে কথা স্মরণ করেই স্তন ক্যানসার ঠেকাতে অভিনব চিকিৎসাকেন্দ্র শহরে। যেখানে ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর মহিলা, রেডিওলজিস্ট মহিলা, এমনকী, সার্জন নিজেও। এই ক্লিনিকে প্রমীলা বাহিনী করবে ম্যামোগ্রাফি, আল্ট্রাসাউন্ড থেকে বায়োপসি। পুরুষ চিকিৎসকের কাছে স্তন পরীক্ষা করাতে দোনামোনা করেন অনেকেই। পিয়ারলেস হাসপাতালের নতুন এই স্তন ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রর নাম ‘নারীশক্তি।’ মঙ্গলবার শহরের এক অভিজাত হোটেলে নারীশক্তির ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন, ডা. মধুছন্দা কর, ডা. সুমা চক্রবর্তী, ডা. প্রগতি সিংহল, ডা. ভিআর রামানন, ডা. সুজিত কর পুরকায়স্থ।

ডা. মধুছন্দা কর জানিয়েছেন, ক্রমশ বাড়ছে স্তন ক্যানসার। কলকাতার ১০০ জন মহিলা ক্যানসারে আক্রান্ত হলে তার মধ্যে ২৫ শতাংশ আক্রান্ত হন স্তন ক্যানসারে। পঁচিশ পেরোলেই তাই মহিলাদের স্তন পরীক্ষা করতে বলছেন চিকিৎসকরা। দিচ্ছেন ম্যামোগ্রাফি করার নিদান। চেম্বারে পুরুষ চিকিৎসক থাকায় সংকোচে আসতে চান না অনেকেই। সেই সংকোচ কাটবে নারীশক্তি ক্লিনিকে। যাদের মূল স্লোগান, ‘ভালো থেকো মা।’ ডা. সুমা চক্রবর্তীর কথায়, “দরিদ্র পরিবারের লোকেদেরও চিকিৎসা দেবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বিপিএল কার্ড না থাকলেও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে দিয়ে লিখিয়ে আনলেও মিলবে সুবিধা। এটি একটি ওয়ান স্টপ ব্রেস্ট ক্লিনিক। অর্থাৎ একদিনে সমস্ত পরীক্ষা করা হয়ে যাবে। দেখা গিয়েছে একশো জনের মধ্যে ত্রিশ জন মহিলা স্তন পরীক্ষা করাতে সংকোচে ভোগেন। ডা. সুমা চক্রবর্তীর কথায়, “আমি যেহেতু মহিলা তাই আমার কাছে তারা লজ্জা পান না। কিন্তু কথা বলে বুঝতে পারি তাঁরা পুরুষ চিকিৎসকদের কাছে যেতে লজ্জা পাচ্ছেন।” ১৯৮২-তে যা ছিল। ২০০৫-এ তার দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে স্তন ক্যানসার। একই অবস্থা তিলোত্তমাতেও। কেন বাড়ছে স্তন ক্যানসার? চিকিৎসকরা বলছেন, সন্তান না নেওয়ার প্রবণতা একটা মস্ত বড় কারণ। জেন ওয়াইয়ের অনেকেই চাকরি নিয়ে ব্যস্ত। সন্তান নিতে গররাজি। ডা. সুমা চক্রবর্তীর কথায়, পঁয়ত্রিশ হয়ে গিয়েছে কিন্তু সন্তান নিচ্ছে না। এমন নারীদের শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোন থিক থিক করছে। স্তন ক্যানসারে এই ইস্ট্রোজেনের কারিকুরি লুকিয়ে। নারী অন্তঃসত্ত্বা হলে ইস্ট্রোজেনের আধিক্য কমে। প্রজেস্টেরন হরমোনের আধিক্য দেখা যায়। দেখা গিয়েছে, স্তন ক্যানসার ঠেকাতে সাহায্য করে এই প্রজেস্টেরন। চিকিৎসাশাস্ত্র বলছে, কোনও মহিলার তিনটে সন্তান হলে তাঁর স্তন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা ৪০ শতাংশ কমে যায়।

নারীবান্ধব স্তন ক্যানসার চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্বোধনে ডা. সুজিত করপুরকায়স্থ, ডা. সুমা চক্রবর্তী, ডা. মধুছন্দা কর, ডা. প্রগতি সিংঘল ও ডা. ভি আর রামানন।

- সন্তান না নিলে বেড়ে যায় স্তন ক্যানসারের আশঙ্কা।
- কলকাতার ১০০ জন মহিলা ক্যানসারে আক্রান্ত হলে তার মধ্যে ২৫ শতাংশ আক্রান্ত হচ্ছেন স্তন ক্যানসারে।
- শহরের যত মহিলা স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন, তার আশি শতাংশেরই বয়স পঞ্চাশের নিচে।
- তিনটে সন্তান নিলে ৪০ শতাংশ কমে যায় স্তন ক্যানসারের সম্ভাবনা।

September 2023

Newspaper Clips

Chittaranjan National Cancer Institute

CNCI Library